গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা।

[মূসক অনুবিভাগ]

সাধারণ আদেশ নং- ১/মূসক/২০২৪, তারিখ: ২০ কার্তিক, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ০৫ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

বিষয়ঃ একটি ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারি প্রতিষ্ঠান হতে অন্য একটি ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারি প্রতিষ্ঠানে রেয়াতিহারে আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ হস্তান্তর বা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় ব্যবসায়ী পর্যায়ের মূসক অব্যাহতি প্রদান।

যেহেতু, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ২৩ অনুযায়ী রপ্তানির নিমিত্ত পণ্য সরবরাহ শূন্য হার বিশিষ্ট; এবং

যেহেতু, ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারি প্রতিষ্ঠানসমূহ রপ্তানির নিমিত্ত পণ্য উৎপাদন করিয়া থাকে; এবং

যেহেতু, ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারি প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়ী কার্যক্রম সহজীকরণ এবং রপ্তানিকে উৎসাহিতকরণ একান্তভাবে প্রয়োজন;

সেহেতু, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (৩) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, একটি ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারি প্রতিষ্ঠান হতে অন্য একটি ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারি প্রতিষ্ঠানে রেয়াতিহারে আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ হস্তান্তর বা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে স্থানীয় ব্যবসায়ী পর্যায়ে আরোপনীয় মূল্য সংযোজন কর হইতে অব্যাহতি প্রদান করিল:

শর্তাবলি:

(ক) রেয়াতিহারে আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ সরবরাহ গ্রহণকারী ও সরবরাহ প্রদানকারী উভয়ই ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী হইতে হইবে;

(খ) রেয়াতিহারে আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ সরবরাহ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানির স্বপক্ষে বিল অব এন্ট্রি বা পণ্যের ঘোষণাসহ সরবরাহ প্রদানের অনুমতি চেয়ে, সংশ্লিষ্ট ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রদানকারী কমিশনার এর নিকট আবেদন করিবেন এবং ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রদানকারী কমিশনার এই আদেশের অন্যান্য শর্তাবলি পরিপালিত হওয়া সাপেক্ষে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সরবরাহের অনুমতি প্রদান করিবেন; এবং

(গ) রেয়াতিহারে আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ সরবরাহ গ্রহণকারী ও সরবরাহ প্রদানকারী উভয়েরই যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের তালিকা যে কর মেয়াদে সরবরাহটি সম্পন্ন হবে উক্ত কর মেয়াদের রিটার্নে প্রদর্শনসহ সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর বিভাগীয় কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

05 Nov 2024

(ব্যারিস্টার মো: বদরুজ্জামান মুন্সী)
দ্বিতীয় সচিব (মূসক আইন ও বিধি)

প্রাপকঃ উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়,
তেজগাঁও, ঢাকা।
(তাঁহাকে উল্লিখিত আদেশ এর ১০০ (একশত) গেজেট কপি মুদ্রণ ও মুদ্রিত কপি সরাসরি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে সরবরাহ করিবার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হইলো)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

সভার কার্যবিবরণী

বিষয়: বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রেয়াতিহারে আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ হস্তান্তর বা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ের মূসক প্রযোজ্য হবে কিনা সে বিষয়ে আলোচনার লক্ষ্যে ২৯/০২/২০২৪ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

তারিখ ও সময় : ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রিঃ সকাল ১১.০০ টায়।
সভাপতি : জনাব ফারজানা আফরোজ
সদস্য (কাস্টমস: রপ্তানি, বন্ড ও আইটি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
সভার স্থান : সদস্য মহোদয়ের দপ্তর (কক্ষ নং-৫০৬)।

বিগত ২৯/০২/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (কাস্টমস: রপ্তানি, বন্ড ও আইটি) মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর); কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম); অতিরিক্ত কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর); কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ) এর যুগ্ম কমিশনার; জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর প্রথম সচিব (মূসক নীতি); প্রথম সচিব (শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড); দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড); এবং Central Intelegence Cell (CIC) এর উপপরিচালক উক্ত সভায় স্বশরীরে উপস্থিত হন। অন্যদিকে কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রাজশাহী; কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম; কমিশনার, কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট; উপকমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রাজশাহী online platform (zoom) এ সংযুক্ত হয়ে সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় স্বশরীরে উপস্থিতির তালিকা "পরিশিষ্ট-ক" তে সংযুক্ত।

০২। সভাপতি মহোদয় সভায় সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা আরম্ভ করেন। আলোচ্য বিষয়ে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর) এর পত্র নং-০৮.০১.২৬৫৩.০১৩.১০.০০১.২৩/৭৬৫৪, তারিখ: ২৪/১২/২০২৩ এর মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা কামনা করায় সভার শুরুতে কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর) কে প্রেক্ষাপট তুলে ধরতে অনুরোধ করা হয়। তিনি বলেন যে, তাদের দপ্তরের কার্যক্রম সম্প্রতি শুরু হয়েছে; রেয়াতিহারে আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ হস্তান্তরের ঘটনা প্রত্যক্ষ না করায় তারা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং-০২৩/২০২১/কাস্টমস, তারিখ: ২২/০৯/২০২১ এর অনুচ্ছেদ ৪ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে তা নির্ধারণে সংশয় সৃষ্টি হওয়ায় তা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের দিক নির্দেশনা কামনা কর হয়।

০৩। এরপর আলোচনায় প্রথম সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড) বলেন যে, বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রেয়াতিহারে আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ হস্তান্তর বা বিক্রয়ের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং-০২৩/২০২১/কাস্টমস, তারিখ: ২২/০৯/২০২১ এর অনুচ্ছেদ ২ এ স্পষ্ট করে শুধুমাত্র আমদানি পর্যায়ে গৃহীত রেয়াতি সুবিধার কথা বলা হয়েছে এবং একই আদেশের অনুচ্ছেদ ৪ এর খ তে উল্লিখিত নির্দেশনা (স্থানীয় পর্যায়ে মূসকের প্রযোজ্যতা) বন্ডেড এবং নন-বন্ডেড উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

০৪। প্রথম সচিব (মূসক নীতি) বলেন যে, বিষয়টিকে বন্ড টু বন্ড হস্তান্তর/বিক্রয়ের পূর্বে Business Entity to Business Entity এর মধ্যে হস্তান্তর/বিক্রয় অর্থাৎ Supply (সরবরাহ) হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। মূল্য সংযোজন করের concept অনুযায়ী এক Business Identification Number (BIN) ধারী প্রতিষ্ঠান হতে অন্য Business Identification Number (BIN) ধারী প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ হলেই 'মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২' এর ধারা ২৬ এর অধীনে করযোগ্য পণ্য/সেবা বিবেচিত হলে স্থানীয় পর্যায়ের মূসক আরোপযোগ্য হবে, যদিনা এটি একই আইনের অব্যাহতি প্রাপ্ত প্রথম তফসিলের অন্তর্ভুক্ত কোন পণ্য/সেবা হয় কিংবা কোন প্রজ্ঞাপন/বিশেষ প্রজ্ঞাপন দ্বারা স্থানীয় পর্যায়ের এ ধরণের সরবরাহকে মূসক অব্যাহতি দেয়া হয়।

০৫। কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট, এর কমিশনার বলেন যে, বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রেয়াতিহারে আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ ইতোমধ্যে Indemnity bond এর মাধ্যমে আমদানি হওয়ায় এবং গুদামজাত হওয়ায় তা হস্তান্তর/বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূসক প্রযোজ্য হবে না বলে তিনি মনে করেন। এ পর্যায়ে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রাজশাহী এর কমিশনার উল্লেখ করেন যে, The Customs Act, 1969 এর section 99 এবং 100 অনুযায়ী বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শুধুমাত্র কাঁচামালের warehousing সম্পন্ন হয়, কোন মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ বন্ডেড সুবিধায় আমদানি হয় না এবং তার warehousing সম্পন্ন হয় না। সে আলোকে আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ বন্ড সুবিধায় আমদানি না হওয়ায় এধরনের পন্যের হস্তান্তর/বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এটি স্বাভাবিক হস্তান্তর/বিক্রয় (supply) মর্মে বিবেচিত হবে এবং স্থানীয় পর্যায়ের মূসক প্রযোজ্য হবে।

০৬। কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর) এর কমিশনার মত প্রদান করেন যে, যেহেতু, রেয়াতিহারে আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ হস্তান্তর বা বিক্রয়ের 'মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২' এর প্রথম তফসিলভুক্ত (মূল্য সংযোজন কর হতে অব্যাহতি প্রাপ্ত পণ্য ও সেবা) না হওয়ায় এবং কোন নির্দিষ্ট প্রজ্ঞাপন দ্বারা মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের স্থানীয় হস্তান্তরকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়নি, সেহেতু তার উপরে স্থানীয় পর্যায়ের মূসক প্রযোজ্য হবে।

০৭। বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রেয়াতিহারে আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের হস্তান্তর/বিক্রয়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে সরবরাহ হিসেবে বিবেচ্য হওয়ায় এবং তা কোথাও অব্যাহতি দেয়া না হওয়ায় এক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ের মূসক প্রযোজ্য হবে মর্মে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম এর কমিশনার মতামত প্রদান করেন। কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, রাজশাহী এর উপ-কমিশনার বলেন যে, বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রেয়াতিহারে আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ হস্তান্তর বা বিক্রয় সংক্রান্ত আদেশ নং-০২৩/২০২১/কাস্টমস এর preamble এ স্পষ্ট যে, বিষয়টি যে শুধুমাত্র আমদানি পর্যায়ে শুল্ক-করের রেয়াতি সুবিধা বহাল সংশ্লিষ্ট। কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম) বলেন যে, আলোচ্য আদেশটি The Customs Act, 1969 এর section 219B এর ক্ষমতাবলে জারিকৃত আদেশ হওয়ায় এক্ষেত্রে এই আদেশের আলোকে মূসক অব্যাহতি/ প্রযোজ্যতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার কোন সুযোগ নেই। সভায় উপস্থিত কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিন), কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর) এবং CIC এর প্রতিনিধিগণ সকলের মতামতের সাথে তথা মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ হস্তান্তর বা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ের মূসক প্রযোজ্য হবে মর্মে সভায় একমত পোষন করেন।

০৮। সার্বিক পর্যালোচনান্তে নিম্নোবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়-

ক) বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রেয়াতিহারে আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ হস্তান্তর বা বিক্রয় আদেশ নং-০২৩/২০২১/কাস্টমস এর অনুচ্ছেদ নং-২ এ শুধুমাত্র আমদানি পর্যায়ে গৃহীত রেয়াতি সুবিধা অব্যাহত বা বহাল থাকার বিষয়ে বলা হয়েছে, বিধায় সে অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;

খ) উক্ত আদেশের অনুচ্ছেদ ৪ অনুযায়ী বন্ডেড টু বন্ডেড এবং বন্ডেড টু নন-বন্ডেড উভয় ধরণের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মূলধনী যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ হস্তান্তর বা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ের মূসক প্রযোজ্য হবে।

০৯। সভায় আর কোন সরবরাহের উপর আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১২/০৬/২৪

(ফারজানা আফরোজ)
সদস্য (কাস্টমস রপ্তানি, বন্ড ও আইটি)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

প্রাপকঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. সদস্য (মূসক নীতি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
২. কমিশনার, কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট, আইডিইবি ভবন, কাকরাইল, ঢাকা।
৩. কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর), ঢাকা।
৪. কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম।

৫   কমিশনার (চঃ দাঃ), কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম)।
৬.   কমিশনার, কাস্টমস (চঃ দাঃ), এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রাজশাহী।
৭.   জনাব মিয়া মোঃ আবু ওবায়দা, অতিরিক্ত কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর)।
৮.   জনাব এস এম শামসুজ্জামান, যুগ্ম-কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা।
৯.   জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান মন্ডল, উপ-কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রাজশাহী।
১০. জনাব মাজমুন মাহতাব, উপ-পরিচালক, সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৬.০১.০০১.২০২০/ ১২৬   তারিখ: ০৩/০৩/২০২০ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি:

১-১২। কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর/দক্ষিণ/পূর্ব/পশ্চিম)/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/রংপুর/যশোর/কুমিল্লা/সিলেট/খুলনা/বৃহৎ করদাতা ইউনিট (মূসক)।
১৩। পি এ টু সদস্য (কাস্টমস নীতি/মূসক নীতি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
১৪। পি এ টু সদস্য (কাস্টমস: রপ্তানি বন্ড ও আইটি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
১৫-১৬। অফিস কপি/গার্ড কপি

মুহাঃ মাহবুবুর রহমান
প্রথম সচিব (কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড)
ই-মেইল-ssbondnbr@gmail.com

I: Head-III\Letter\01 001 2020 Doc

৭.৪॥ বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রেয়াতি হারে আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ হস্তান্তর বা বিক্রয় আদেশ (আদেশ নং-০২৩/২০২১ কাস্টমস, তারিখঃ ২২-০৯-২০২১খ্রি.)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

[কাস্টমসঃ রপ্তানি ও বন্ড শাখা]

[প্রজ্ঞাপন]

আদেশ নং-০২৩/২০২১ কাস্টমস তারিখঃ ২২-০৯-২০২১ খ্রিঃ

বিষয়ঃ **বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রেয়াতি হারে আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ হস্তান্তর বা বিক্রয় আদেশ।**

বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এসআরও সুবিধায় রেয়াতিহারে মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানিপূর্বক খালাস গ্রহণের পর উক্ত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল/কর্মক্ষমতা শেষ হওয়ার পূর্বেই বিভিন্ন বাস্তবিক কারণে অন্য কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তর বা বিক্রয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে বিক্রয় বা হস্তান্তরের সময় ইতোপূর্বে গৃহীত শুল্ক-কর সংক্রান্ত রেয়াতি সুবিধা বহাল থাকা বা প্রত্যাহার বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধি-বিধান না থাকায় মাঠ পর্যায়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়ে থাকে। ফলে, এক্ষেত্রে ন্যায্যতা বিধানের লক্ষ্যে The Customs Act, 1969 এর Section 219B এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নিম্নরূপ আদেশ জারি করা হলোঃ

০২। **বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে অন্য কোন বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠানে মূলধনী যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ বিক্রয় বা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতিঃ**

বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে অন্য কোন বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন কাজে ব্যবহারের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ বিক্রয় বা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে গৃহীত রেয়াতি সুবিধা অব্যাহত বা বহাল থাকবে; অর্থাৎ মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ বিক্রয় বা হস্তান্তর করা হলে নতুন করে শুল্ক-কর পরিশোধ করতে হবে না। তবে এ ধরনের বিক্রয় বা হস্তান্তরের পূর্বে সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস এর অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে নন-বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠানে মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ হস্তান্তর বা বিক্রয় পদ্ধতিঃ

বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে অন্য কোন নন-বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠানে মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ হস্তান্তর বা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহারকালের আনুপাতিক হারে আমদানি পর্যায়ে গৃহীত শুল্ক-কর রেয়াত অব্যাহত বা বহাল থাকবে। এক্ষেত্রে পরিশোধযোগ্য শুল্ক-কর হিসাবের পদ্ধতি হবে নিম্নরূপঃ

পরিশোধযোগ্য শুল্ক-করের পরিমাণ = আমদানি পর্যায়ে গৃহীত রেয়াতের পরিমাণ + সর্বমোট আয়ুষ্কাল বা উৎপাদন ক্ষমতা × উৎপাদনকাজে প্রকৃত ব্যবহারকাল।

অর্থাৎ, অনুমোদনযোগ্য রেয়াত হিসাব করে তা আমদানিকালে গৃহীত রেয়াত হতে বাদ দিয়ে বিক্রয় বা হস্তান্তরকালে আমদানি পর্যায়ের পরিশোধযোগ্য শুল্ক-করের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে।

ব্যাখ্যা–

(ক) **রেয়াতের পরিমাণঃ** মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের উপর আমদানি পর্যায়ে স্বাভাবিক হারে যে পরিমাণ শুল্ক-কর প্রদেয় হয়ে থাকে এবং এ সকল মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ খালাসকালে উক্ত আমদানিকারক তথা বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদন কাজে ব্যবহারের শর্তে যে পরিমাণ রেয়াতি হারে শুল্ক-কর প্রদান করা হয় তার পার্থক্যই হবে এক্ষেত্রে রেয়াতের পরিমাণ।

(খ) **আয়ুষ্কালঃ** মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের ক্যাটালগ বা আয়ুষ্কাল সনদে উল্লিখিত আয়ুষ্কাল বা উৎপাদন ক্ষমতা, যা আমদানিকালে শুল্ক স্টেশনে দাখিল করা হয়ে থাকে তা এক্ষেত্রে উক্ত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের নির্ধারিত আয়ুষ্কাল বা উৎপাদন কর্মক্ষমতা হিসেবে বিবেচিত হবে। যদি কোন মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের ক্যাটালগ বা আয়ুষ্কাল সনদ না থাকে বা আমদানিকালে শুল্ক স্টেশনে দাখিল করা না হয়ে থাকে তাহলে বিক্রয় বা হস্তান্তরকালে আমদানি নীতি আদেশের বিধান অনুযায়ী কোন খ্যাতনামা সার্ভে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তা নির্ধারণ করতে হবে।

উদাহরণঃ বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত কোন মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের আয়ুষ্কাল ১৫ (পনের) বছর হলে, খালাসকালে উক্ত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের প্রদেয় স্বাভাবিক শুল্ক-কর ৩,০০,০০০.০০ (তিন লক্ষ) টাকা হলে, এসআরও সুবিধার আওতায় প্রকৃতপক্ষে পরিশোধকৃত শুল্ক-কর ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা হলে এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ ০৩ (তিন) বছর উৎপাদন কাজে ব্যবহার শেষে তা কোন নন-বন্ডেড প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তর বা বিক্রয়ের আবেদন করা হলে, এক্ষেত্রে পরিশোধযোগ্য শুল্ক-করের পরিমাণ হবে নিম্নরূপঃ

(ক) আমদানি পর্যায়ে গৃহিত রেয়াতের পরিমাণ = (৩,০০,০০০.০০ − ১,০০,০০০.০০) টাকা = ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ মাত্র) টাকা;

(খ) আয়ুষ্কাল ১৫ (পনের) বছর;

(গ) ৩ (তিন) বছর ব্যবহার শেষে অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল = (১৫ − ৩) = ১২ (বার) বছর;

(ঘ) বহালযোগ্য রেয়াতের পরিমাণ = ২,০০,০০০.০০ টাকা + ১৫ বছর × ৩ বছর = ৪০,০০০.০০ টাকা;

(ঙ) বিক্রয় বা হস্তান্তরকালে আমদানি পর্যায়ে পরিশোধযোগ্য শুল্ক-করের পরিমাণ হবে = (২,০০,০০০.০০ – ৪০,০০০.০০) টাকা = ১,৬০,০০০.০০ (এক লক্ষ ষাট হাজার মাত্র) টাকা।

০৪। শুল্ক-কর পরিশোধ পদ্ধতিঃ

(ক) মূলধনী যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ বিক্রয় বা হস্তান্তরকালে আমদানি পর্যায়ে পরিশোধযোগ্য শুল্ক-কর অনুচ্ছেদ-৩ অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ হস্তান্তর বা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ের মূসক পরিশোধযোগ্য হবে। মূসক আরোপযোগ্য মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে আয়কর বিভাগের এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান অনুযায়ী মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের আমদানি মূল্যের অবচয়িত মূল্য হিসাবযোগ্য হবে এবং এরূপে নির্ধারিত অবচয়িত মূল্য মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ অনুযায়ী ন্যায্য বাজার মূল্য হিসেবে বিবেচিত হবে;

(গ) উপ-দফা (খ) এর ক্ষেত্রে অবচয়িত মূল্য হিসাবের জন্য বছরের ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে ৬ (ছয়) মাস বা তার বেশি সময়কে ১ (এক) বছর গণনা করা হবে এবং ৬ (ছয়) মাসের কম সময়কে গণনা করা হবে না;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ বিক্রয় বা হস্তান্তরের পূর্বেই প্রযোজ্য শুল্ক-করাদি বন্ড লাইসেন্স নিয়ন্ত্রণকারী দপ্তরে পরিশোধ করতে হবে; এবং

(ঙ) বিক্রয় বা হস্তান্তরের অনুমোদন পত্রের কপি সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশন এবং শুল্ক মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০৫। বিবিধঃ

(ক) মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ হস্তান্তর বা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আমদানিকালে স্থানান্তরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যেইরূপ শর্ত সাপেক্ষে উক্ত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ খালাস গ্রহণ করা হয়েছিল, তা যতদূর সম্ভব হস্তান্তর গ্রহণকারী বা ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

(খ) ইপিজেড, বেপজা, বেজা এলাকায় অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ বিক্রয় বা হস্তান্তরের ক্ষেত্রেও এ আদেশ পরিপালিত হবে।

০৬। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো এবং অবিলম্বে তা কার্যকর হবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আদেশক্রমে,

(মোঃ মশিয়ার রহমান মন্ডল)
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমসঃ রপ্তানি ও বন্ড)
ফোন-০২৪৮৩১৮১২২, এক্স-৩৪৩
ই-মেইলঃ ssbondnbr@gmail.com